Funded by the European Union

গণতান্ত্রিক সুশাসনে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

নাগরিক সম্মেলন ২০২১

গণতান্ত্রিক সুশাসন ও স্থানীয় উন্নয়ন: তৃণমূল প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা

ঢাকাঃ ১১ মার্চ, ২০২১

সমান্তরাল অধিবেশন ২

সামাজিক নিরীক্ষা
কৃষি ঋণ

সিবিও প্রতিনিধি

রংপুর, কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নিলফামারী জেলার পক্ষ থেকে উপস্থাপিত

আলোচ্য বিষয়সমূহ

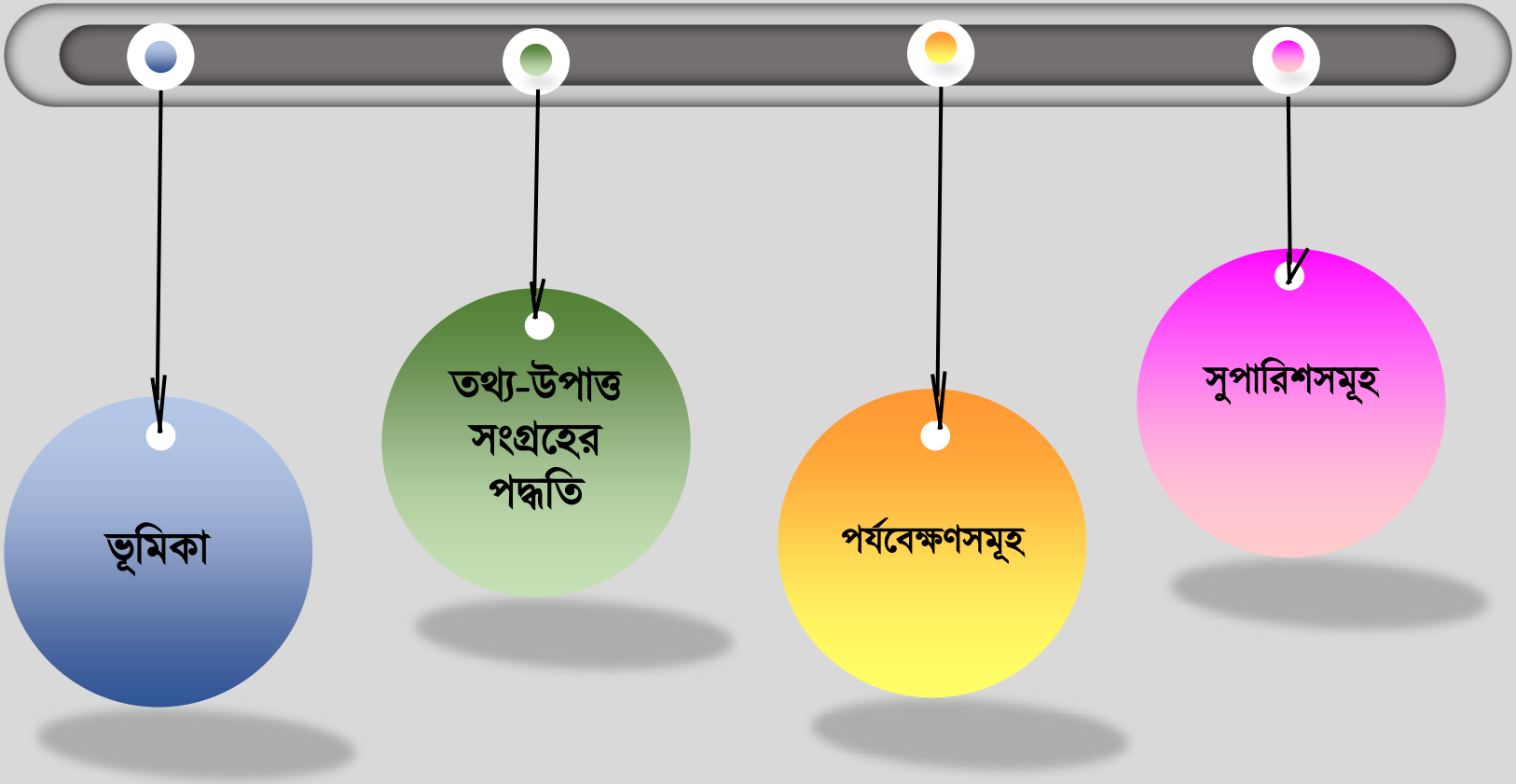

ভূমিকা

Funded by the European Union

গণতান্ত্রিক সুশাসনে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

- বাংলাদেশ সরকার দেশের সকল উন্নয়ন নীতিমালায় এসডিজি'র অগ্রাধিকারসমূহকে অন্তভূর্ক্ত করার নীতিগত সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন।
- এই প্রকল্পের আওতায় এসজিডি'র ১৭ টি অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ৮ টি লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে কাজ করছে এবং এই লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের জন্য কমিউনিটি পর্যায়ে সমন্বিত কর্মকৌশল প্রয়োজন।
- বাংলাদেশে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি ব্যবস্থাপনা, কর্মসংস্থান বিশেষ করে যুব কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে সরকারি পরিষেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। তবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে এ সকল সেবা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ততাসহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার কথা বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে এবং সকলেই তা স্বীকার করে।

Photo: Oxfam in Bangladesh organize such events last year (photo from last conference)

Funded by the European Union

গণতান্ত্রিক সুশাসনে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

- উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে সিপিডি ও অক্সফ্যাম ইন্ বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তায় "গণতান্ত্রিক সুশাসনে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ", শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে
- প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর জ্ঞানবর্ধন, সাংগঠনিক এবং নেটওয়ার্কিং দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিপন্ন এবং প্রন্তিক জনস¤প্রদায়ের এসডিজি সংশ্লিষ্ট সেবার চাহিদা এবং রাষ্ট্রের প্রদানকৃত সেবার মাঝে জবাবদিহিতার একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।
- প্রকল্পটি স্থানীয় পর্যায়ে উন্নত সেবা প্রদান, সরকারি সেবার স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সঞ্চালিত হচ্ছে। তাই সার্বিক বিষয়গুলো বিবেচনা করে প্রকল্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বহুল ব্যবহৃত সামাজিক জবাবদিহিতা টুল হিসেবে সামাজিক নিরীক্ষা (social audit) টুলটি নির্বাচন করা হয়েছে

সামাজিক নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য

- সামাজিক নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় এবং জাতীয় নীতিনির্ধারণ, উন্নয়ন অর্থায়ন, সেবা প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে নাগরিক এবং জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর, সরকারের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনোভাব প্রকাশের মাধ্যমে সরকারের জবাবদিহিতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখা।
- এছাড়াও, এটি নাগরিক ও জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় সরকারি সেবামূলক কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ এবং তার প্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়া দেবার সুযোগ করে দেয়।
- সামাজিক নিরীক্ষার বিষয় হিসেবে কৃষি ঋণ নির্বাচন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উক্ত এলাকাসমূহের ভৌগলিক অবস্থান, কৃষি ব্যবস্থা, কর্মসংস্থানের সুযোগ—সম্ভাবনা ও টেকসই জীবিকার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে

তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি

তথ্য প্রদানকারী

- উক্ত প্রতিটি জেলায় ১০০ জন সেবা গ্রহণকারী, ০৮ জন সেবা প্রদানকারী ও ১২ জন সুশীল সমাজের প্রতিনিধির নিকট কৃষি ঋণ কর্মসূচীর বিভিন্ন আঙ্গিক সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে। উক্ত চার জেলায় মোট উত্তর দাতার সংখ্যা ৪৮০ জন
- সেবা প্রদানকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান: উপজেলা কৃষি, মৎস্য, প্রাণী সম্পদ, ফিসারী কর্মকর্তা ও কৃষি ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক এর কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন ঋণ প্রদানকারী বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ
- সুশীল সমাজের প্রতিনিধি: উপজেলা নেটওয়ার্কের সদস্য, স্থানীয় সমাজকর্মী, এনজিও প্রতিনিধি, শিক্ষক, সাংবাদিক এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি
- এলাকার কৃষক প্রতিনিধি

পর্যবেক্ষণসমূহ

পর্যবেক্ষণসমূহ (ইতিবাচক)

- কৃষি ঋণ সম্পর্কে কৃষকগণ সরকারী নোটিশ, খবরের কাগজ, দালাল, ইউনিয়ন পরিষদের মাইকিং, বিভিন্ন এনজিও, আত্মীয় স্বজন ও অন্যান্য মাধ্যমে জানতে পারেন।
- কৃষি ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংক এবং বিভিন্ন এনজিও কৃষি কাজ, রবি শষ্য, সবজি চাষ, গরু—ছাগল ও হাঁস মুরগি পালনের জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে।
- সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করার জন্য উপকারভোগী হিসেবে স্থানীয় কৃষকদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়।
- প্রাকৃতিক দুযোর্গে ক্ষতিগ্রস্ত হলে সুদ মওকুফ, ঋণের নবায়ন বা ঋণের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে।

পর্যবেক্ষণসমূহ (ইতিবাচক)

- কৃষি ঋণ পাওয়ার কঠিন শর্ত হল গ্যারান্টার, জামানত, নির্দিষ্ট পরিমান জমির কাগজপত্র জমা দেয়া এবং সুপারিশ বা তদবিরের ব্যবস্থা করা
- ঋণ বরাদ্দ পেতে অনেক বেশী পরিমাণ সময় নেয়া।
- কৃষি ঋণ বরাদ্দ ও বিতরণে ইউনিয়ন পরিষদের কোন কার্যকর ভূমিকা না থাকা
- ঋণ প্রদানে প্রকৃত কৃষক বাচাইকরণ প্রক্রিয়ায় কৃষক ও সুশীল সমাজের অংশগ্রহণের অভাব, স্থানীয় নেতৃত্ব বা দালাল শ্রেনীর প্রভাব এবং সুষ্ঠ্য ব্যবস্থাপনার অভাব।
- চাহিদার তুলনায় জন প্রতি ঋণ বরাদ্দের পরিমান অনেক কম

পর্যবেক্ষণসমূহ (ইতিবাচক)

- কিস্তিতে ঋণ পরিষোধের বিপরীতে বাধ্যতামূলক ভাবে সঞ্চয়/ডিপিএস এর ব্যবস্থা থাকা।
- কৃষি ঋণ সেবা পাওয়ার পর প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা না থাকা
- ঋণ সেবা পেতে অনিয়ম সম্পর্কে বেশির ভাগ কৃষকই কোন অভিযোগ করেননা। আবার যারা অভিযোগ করেছেন তার বেশির ভাগেরই কোন রকম নিষ্পত্তি হয়নি।
- কিছু কিছু যায়গায় ঋণ পেতে বিভিন্ন দালাল বা কর্মচারীকে আর্থিক লেনদেন বা ঘুষ দিতে হয়েছে।

সুপারিশমালা

সুপারিশসমূহ

- কৃষি ঋণ সেবা পেতে প্রকৃত কৃষক বাছাই করণে কমিউনিটির নেতৃর্বৃন্ধকে সম্পৃক্ত করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমুহকে কৃষক ডাটাবেইজ তৈরী করতে হবে
- কৃষি ঋণ সুবিধা প্রকৃত কৃষকের কাছে ভাল ভাবে পৌছানোর জন্য সহজ শর্তে যেমন জমির কাগজ, জামানত, গ্যারান্টার ছাড়া এবং তদবির ও দালালমুক্ত ভাবে ঋণ প্রদান করতে হবে
- চাহিদা অনুযায়ী ঋণের বরাদ্দ দিতে হবে এবং সে বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে
- ঋণ আবেদন করার পর দ্রুত সময়ের মধ্যে ঋণ বরাদ্দের ব্যবস্থা করতে হবে
- ঋণের সুদের হার কমান ও ঋণ পরিশোধের সময়সীমা বাড়াতে হবে

সুপারিশসমূহ

- কৃষি ঋণের বিপরিতে ঝুকি বীমা পদ্ধতি চালু ও বাস্তবায়ন করতে হবে
- কৃষক ও ঋণ প্রদানকারীদের মধ্যে ভাল যোগাযোগ তৈরি করতে এলাকভিত্তিক নিয়মিত সংলাপের ব্যবস্থা করতে হবে
- কৃষকদের মাঝে নিয়মিত, সহজভাবে এবং সহজমাধ্যমে প্রকৃত তথ্য সরবরাহ করতে হবে।
- আধুনিক কৃষি সম্পর্কে যানা ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারে কৃষকদের মধ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে
- পতিত জমি চাষ করার জন্য কৃষকেদের আগ্রহী করে তুলতে হবে।

ধন্যবাদ